



50692 - যবে নারী অনকেদনি রোযা ভঙ্গেছে বধিান না জানার কারণে ও সংখ্যা না জানার কারণে

প্রশ্ন

বগিত বছরগুলোতে আমি আমার পরিবারের সাথে থাকাবস্থায় কত রোযা ভঙ্গেছে তা জানি না। যহেতে আমরা গ্রামে থাকতাম।  
সেখানে রোযার বধিবধিান সম্পর্কে কটে কিছু জানত না। এ দিনগুলোতে আমি রোযা রাখনি। আমি জানিও না যে, কতদিন  
রোযা ভঙ্গেছে। সে দিনগুলোর বদলে আমি একটা অংকরে অর্থ দান করছি। কিছু সময় পর এক বোনরে মাধ্যমে জানতে  
পরেছি যে, এ দিনগুলোর রোযা কাযা পালন করা আমার ওপর ওয়াজবি। কিন্তু আমি এ দিনগুলোর সংখ্যা জানি না।  
এমতাবস্থায় আমি কি করব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

শরিয়তরে জরুরী মাসয়ালাগুলো জনে নেয়ো একজন মুসলমিরে ওপর ওয়াজবি। সেগুলো দৃষ্টিভিঙ্গিত বধিান হোক; যমেন-  
আকদি ও ইসলামরে মটলকি বিষয়গুলো কথিবা আমলগত বধিান হোক; যমেন- পবিত্রতা ও নামায ইত্যাদি। যদি কোন মুসলমি  
সম্পদশালী হয় তাহলে যাকাতরে বধিবধিান জনে নেওয়াও তার ওপর ওয়াজবি। যদি কটে ব্যবসায়ী হয় তাহলে ব্যবসায়রে  
বধিবধিান জানাও তার ওপর ওয়াজবি। এভাবে অন্যান্য ক্ষত্রেও। যখন রমযান মাস ঘনিয়ে আসে তখন একজন মুকাল্লাফ  
(শরয়ি দায়িত্বপ্রাপ্ত) ব্যক্তরি ওপর রোযার বধিবধিান জানা ওয়াজবি; এমনকি সে যদি রোযা রাখতে অক্ষম হয় তবুও।  
সটো এজন্য যে, সে যনে রোযার বদলে যা করা ওয়াজবি সটো জানতে পারে।

আপনি ও আপনার পরিবারের ওপর ওয়াজবি হল- এ সম্পর্কতি জ্ঞান ও জিজ্ঞাসা করার ক্ষত্রে কসুর করায় তওবা করা  
ও ক্ষমাপ্রার্থনা করা।

অর্থ পরিশোধ করা রোযা রাখতে অক্ষম বয়বৃদ্ধ ও দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত রোগীদের জন্যে জায়যে নয়। কেননা এ  
ধরণরে ব্যক্তরি রমযানরে রোযা ভঙ্গলে তাদরে ওপর ওয়াজবি হল প্রতদিনরে বদলে একজন মসিকীনকে খাওয়ানো। যে  
দিনগুলোর রোযা ভঙ্গা হয়েছে সেগুলোর বদলে খাওয়ানোর পরিবর্তে অর্থ পরিশোধ করা জায়যে নয়।

অতএব, আপনি যে অর্থ দান করছেন আমরা আশা করছি কিয়ামতরে দিন সদকা হিসেবে আপনি সটোর সওয়াব পাবনে।

আপনাদরে ওপর ওয়াজবি হল: যে দিনগুলোতে রোযা ভঙ্গেছে সে দিনগুলোর কাযা রোযা পালন করা। আপনারা সতর্কতা



অবলম্বন করে গণনা করবনে; যাতে করে নশিচতি সংখ্যাটা নির্ধারণ করতে পারনে। যদি সটো না পারনে তাহলে আপনারা প্ৰবল ধারণার উপর আমল করবনে। উদাহরণতঃ যদি আপনাদরে ধারণা হয় যে, সটো ৩০ দিন তাহলে এ দিনগুলোর রোযা কাযা পালন করা আপনাদরে ওপর ওয়াজবি। এভাবে কম হোক বা বেশি হোক এ পদ্ধতিতে করবনে। “আল্লাহ্ কাউকে তার সাধ্যরে বাইরে দায়ত্ব আরোপ করনে না।”[সূরা বাক্বারা, ২:২৯৬]

আপনাদরে ওপর এ দিনগুলোর রোযা লাগাতরভাবে রাখা ওয়াজবি নয়। বরং সক্ষমতা ও সুযোগ অনুযায়ী আপনারা আলাদা আলাদাভাবে সগেলো রাখতে পারবনে। কনিত্তু, আপনাদরে কর্তব্য অবলিম্ববে রোযাগুলো পালন করা এবং এ রোযাগুলো পালনে পুনরায় বলিম্ব না করা।

আপনার উপর আবশ্যক গত বছরে রোযাগুলোর কাযা পালন আগে শুরু করা; যাতে করে সগেলো পালন করার আগে পরবর্তী রমযান এসে না যায়।

কোন কোন আলমেরে অভিমিত হল: রোযার পালন করার সাথে বলিম্ব করার কারণে প্ৰতদিনরে বদলে একজন করে মসিকীন খাওয়ানোও আপনাদরে ওপর ওয়াজবি। কনিত্তু, অগ্রগণ্য অভিমিত হচ্ছ— শুধু রোযা রাখাই আপনাদরে ওপর ওয়াজবি। বিশেষতঃ আপনারা যদি গরীব হন। তবে যদি রোযা রাখার সাথে খাদ্যও খাওয়াতে পারনে তাহলে সটো ভাল।

আরও জানতে দেখুন: [39742](#) নং, [26212](#) নং ও [40695](#) নং প্ৰশ্নোত্তর।

পূর্ববোল্লখিতি বধিানগুলো প্ৰযোজ্য হবে যদি আপনারা হয়যে মত শরয়ী ওজররে প্ৰক্ষেতি রোযা ভঙেগে থাকনে। আর যদি আপনাদরে এ রকম কোন ওজর না থাকে: তাহলে আপনাদরে ওপর কোন কাযা পালন নহে। বরং আপনাদরে ওপর ওয়াজবি হচ্ছ—তওবা করা, ক্ষমাপ্ৰার্থনা করা এবং ছুটে যাওয়া এ দিনগুলোর রোযার বদলে নফল রোযা রাখা ও নকে আমল করা।

আমরা এ মাসয়ালাটি ও এ সংক্রান্ত আলমেদরে ফতোয়াগুলো [50067](#) নং প্ৰশ্নোত্তরে উল্লখে করছে; সটো দেখে নতিে পারনে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।